ঠিকাকর্মীদের ধর্মঘটের জোর প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ৯ই ফেব্রুয়ারি – আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি রাজ্যের সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী শিল্পসংস্থায় কর্মরত ঠিকা ও অস্থায়ী শ্রমিকরা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করবেন। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ১২ই জুলাই কমিটি এবং ফেডারেশনগুলি যৌথভাবে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ঠিকাকর্মীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা অবিলম্বে কার্যকরী করার দাবিতে ইতোমধ্যেই রাজ্যজুড়ে এই ধর্মঘটের ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী দপ্তরে, কলে-কারখানায়, ব্যাঙ্কে, অফিসে এই ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল-মিটিং, পথসভা, পোস্টারিং, দেওয়াল লেখা চলছে। ধর্মঘটের দাবিগুলির সমর্থনে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে পিনব্যাজ পরিধান কর্মসূচীও হচ্ছে। সি আই টি ইউ নেতা ও কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক দেবাঞ্জন চক্রবর্তী মঙ্গলবার জানিয়েছেন, যেভাবে ধর্মঘটের প্রচার-প্রস্তুতি চলছে এবং সবদিক থেকে সাড়া মিলছে তাতে মনে হচ্ছে এই ধর্মঘট হবে অভূতপূর্ব।

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী এদিন জানান, বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় কর্মরত শুধুমাত্র ঠিকা ও অস্থায়ী কর্মীরা এতে শামিল হলেও এই ধর্মঘটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তাঁদের পাশে থাকবেন প্রতিটি শিল্প সংস্থার স্থায়ী কর্মীরা ও তাঁদের ইউনিয়নগুলি। কারণ যে ব্যাপকহারে ঠিকা শ্রমিক ও অস্থায়ী কর্মী দিয়ে স্থায়ী ধরনের কাজ করানো হচ্ছে, তাতে স্থায়ী শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এমনকি আই এন টি ইউ সি-ও এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে।

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, আমাদের দেশে কন্ট্রাক্ট লেবার রেগুলেশন অ্যান্ড অ্যাবোলিশন আইন চালু হয় ১৯৭০ সালে। ঐ আইনে বলা হয়েছে স্থায়ী ধরনের কাজে ঠিকাদার দ্বারা শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থা রদ করার কথা। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এই আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার মালিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় ঠিকাদারি ব্যবস্থার বিলোপ করছে না। উপরন্তু নিয়ন্ত্রণের নামে কার্যত ঠিকা প্রথাকে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে চালু রাখার বিধান দিয়েছে। আইনে আরও উল্লেখ আছে যে, ঠিকাদার নিযুক্ত শ্রমিকদের সেই সংস্থার ইউনিয়নগুলির আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি ও অন্যান্য কিছু সুযোগ-সুবিধা চালু হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই অংশের শ্রমিকরা তাঁদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, ১২ই জুলাই কমিটি এবং ফেডারেশনগুলি এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ধর্মঘটের দাবিগুলি হলো: ১) ঠিকাদারি প্রথা বিলোপ করতে হবে। ২) সব ঠিকা ও অনিয়মিত শ্রমিকদের স্থায়ী করতে হবে। ৩) স্থায়ীকরণ সাপেক্ষে শিল্পে নিযুক্ত অস্থায়ী কর্মীদের সেই শিল্পের সর্বনিম্ন স্থায়ী কর্মীদের বেতন এবং অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা (পি এফ, ই এস আই, বোনাস,

গ্র্যাচুইটি, সাপ্তাহিক ছুটি, দিনে ৮ঘণ্টা কাজ ইত্যাদি) দিতে হবে। ৪) শ্রম আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ৫) অবিলম্বে ঠিকা শ্রমিক আইন বদলাতে হবে ঠিকা শ্রমিকদের স্বার্থে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে এবিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

এদিন রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঠিকা শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে ব্যাপক প্রচার চলে। এদিন বিকালে শ্রমিক ভবনে পশ্চিমবঙ্গ সিকিউরিটি অ্যান্ড কো-ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়ন-এর কলকাতা জেলা কমিটির ডাকে ধর্মঘটের সমর্থনে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ নেতা রবীন দেব, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, পীযূষ সরকার ও সংগঠনের জেলা সম্পাদক দিলীপ দাস।

দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলে প্রচার: এদিন এই শিল্পাঞ্চলের সমস্ত ঠিকা ও অস্থায়ী শ্রমিক দাবি ব্যাজ পরিধান করে কাজে যোগ দিয়েছেন। দুর্গাপুরের নতুন শিল্পতালুক রাতুরিয়া-অঙ্গদপুর এবং লেনিন সরণিতে বিভিন্ন কারখানায় ধর্মঘটের সমর্থনে গেটসভা করেন সি আই টি ইউ কর্মীরা। সি আই টি ইউ বর্ধমান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অজিত মুখার্জি জানালেন, জেলার সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত ঠিকা ও অস্থায়ী শ্রমিকরা ১২ই ফেব্রুয়ারি প্রতীক ধর্মঘটে শামিল হলেও বুকে ব্যাজ লাগিয়ে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার কাজ চালু রাখবেন। সি আই টি ইউ অনুমোদিত খাদান ঠিকাদার মজদুর সভার নেতা বিবেক চৌধুরী জানান, ই সি এল-

স্থায়ী কর্মীদের মতো সমান কাজে সমান বেতন, ৮ঘণ্টা কাজ, ছুটি সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি দেওয়ার কথা। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় আইনে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলির থেকেও শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে এই অংশের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরিও দেওয়া হয় না। তাছাড়া ই এস আই, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা নেই বললেই চলে।

তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায়, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে ও রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায়, স্বশাসিত সংস্থায় এবং বেসরকারী শিল্প সংস্থায় ও পরিষেবা ক্ষেত্রে কর্মরত ঠিকা শ্রমিকরা, অস্থায়ী শ্রমিকরা এই ব্যবস্থার শিকার হচ্ছেন। কোথাও কোথাও আমাদের

এর সমস্ত খানতে উৎপাদন ও পারবহণের কাজে যুক্ত ঠিকা শ্রমিকরা ধর্মঘটে অংশ নেবেন। রানীগঞ্জ, কাঁকসা, আসানসোল, জামুড়িয়ার নতুন শিল্পতালুকের শ্রমিকরাও ধর্মঘটের সমর্থনে সোচ্চার রয়েছেন।

আসানসোলের এ ডি ডি এ শিল্পতালুকের হরেকৃষ্ণ মিলের সামনে ধর্মঘটের সমর্থনে শ্রমিক জমায়েত হয়। বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ নেতা হেমন্ত সরকার, সুবীর নিয়োগী, যতন মজুমদার প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন নিমাই মণ্ডল। এদিন বিকালে গুসকরায় বি এস এন এল-এর অস্থায়ী কর্মীরা ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল করেন। ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ থেকেও বিভিন্ন মোড়ে সভা হয়।

By Curtsey: Ganashakti 10-02-2010